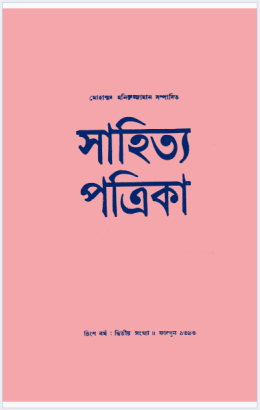

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সর্বহারার অবয়ব

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সন্‌জীদা খাতুন
Published online	February 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.3
Pages	20-28
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সর্বহারার অবয়ব

সন্‌জীদা খাতুন

সর্বহারা

ব্যথার সাঁতার-পানি ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা;
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার 'পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাক্‌ছে মাটি
দুলিয়ে তরু-কর॥

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!
পাল তুলে তুই দে রে আজি
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?
মায়ার নোঙর তোল্‌!

ভাঙন ভরা আঙনে তোর
যায় রে বেলা যায়।

মাঝি রে! দেখ্ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায়।
যায় চ'লে ঐ সাথের সাথী,
ঘনায় গহন শাওন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি,
ঘুমুস্ নে আর হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?

হীরা মানিক চাস্‌নিক' তুই,
চাস্‌নি তো সাত ক্রোড়,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-
ভরা অভাব তোর।
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা,
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-অলো-করা
একটু-কুটীর দোর।
আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা,
আস্‌লো সিঁদেল-চোর।

মাঝি রে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি
দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল ঘিরি' ঘিরি',
নাচ্‌ছে সিন্ধুজল।
চল্‌রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্॥

এক

কবিতাটির পটভূমি তৈরি হয়েছে অথৈ জলে ঘেরা চোরাবালির চরের দৃশ্য দিয়ে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তাতে প্রলয়ের আভাস সুস্পষ্ট। সর্বহারার দুর্গতির প্রতীক হিসেবে তার আবাসস্থল, আর প্রতিবেশের এই ছবি দেখেছেন কবি। নিঃসম্বলের পায়ের নীচে দৃঢ় মাটি নেই, আছে চোরাবালি। আর, চোরাবালির চরকে ঘিরে যে লোনাজল তা দুঃখীজনেরই অশ্রুপাথার 'ব্যথার সাঁতার-পানি'। আকাশের বিদ্যুৎইঙ্গিত, মেঘজননীর অশ্রুবর্ষণ, আর অপর তীর থেকে মাটিমায়ের হাতছানি সর্বহারাকে ওই বিপজ্জনক বাসভূমি পরিত্যাগ করবার মিনতি জানাচ্ছে। অথচ, আশ্চর্য বিভ্রমবশে সর্বহারা চোরাবালির চরেই তার ক্রন্দন-ভরা মাদুর তথা 'মাদুর-ভরা কাঁদন' পেতে নিদ্রাগত। নিশ্চিত বিনাশের মুখে বাসা-বাঁধা নিশ্চিন্ত সর্বহারাকে কবি বেদনার্ত চিত্তে 'পাগল' বলে সম্বোধন করে তার অন্তরে পরিস্থিতি-চেতনার উদ্বোধ ঘটাতে চান।

শক্তমাটির কূলে সর্বহারাদের উত্তরণ ঘটাবার জন্যে একটি তরণীর কল্পনা করা হয়েছে, যার কর্ণধার তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে তেজীয়ান অশ্বের মত অপেক্ষমান জলযানটিকে তীরে নিয়ে যেতে পারবে, যদি অর্থহীন মায়াবন্ধন ছিঁড়ে রওনা হওয়া যায়। কবির আহ্বানের সুরে করুণার মূর্ছনা। সুধীর যুক্তির সাহায্যে বাস্তব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাবার প্রয়াস। সর্বহারার চাহিদা অতি সামান্য—'একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ভরা'। একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ভরে-তোলা, একটি প্রদীপে আলোকিত একটু-কুটীর দুয়ারে একটি ছিন্ন মাদুরের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। ব্যস্। কিন্তু হতভাগ্যদের এইটুকু প্রত্যাশার মুখে ভিড় করে আসে সিঁদেল-চোরের উপদ্রব, আসে মৃত্যু আর জরা। এই পরিস্থিতিতে চোরাবালির এলাকা ছেড়ে সত্বর বেরিয়ে পড়তে হবে। মিথ্যার উপরে, আগ্রাসী প্রতিবেশের উপরে নির্ভর না-রেখে প্রলয়পথিকের মতো দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াবার সংগ্রাম স্বীকার করতে হবে জীবনে।

যোগ্য কর্ণধারকে কবি আহ্বান করছেন—শক্তমাটির বুকের প্রতিঘাতে পদতল রক্তাক্ত হলেও সেই পথেই সর্বহারাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে চলতে। পরিবেশে যে-প্রলয় ঘনিয়ে উঠেছে সেই প্রলয়ের মুখোমুখি

হওয়া জরুরি এখন। কিন্তু চোরাবালির উপরে দাঁড়িয়ে বাঁচবার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হয় না, দাঁড়াবার স্থানটি চাই সুদৃঢ়। মিথ্যা মোহ ত্যাগ করে কঠিন জীবনযুদ্ধ শুরু করবার উপযুক্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য যে-কোনো দুর্গমতা পদদলিত করা সম্ভব।

দুই

কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার চলন স্বরবৃত্ত ছন্দে বাঁধা। তবে, সর্বহারার জন্য প্রগাঢ় মমতার অনুভব কবিতাটির গতিতে স্বরবৃত্তসুলভ ঝোঁকের প্রাধান্যের চেয়ে সুরেলা ভাবই ফুটিয়ে তুলেছে বেশি। আবার জায়গায় জায়গায় বক্তব্যের অনুকূল দৃপ্ত বেগও যথোচিত মিশেছে। 'তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী/তরঙ্গে খায় দোল' বা 'একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-ভরা অভাব তোর' কিংবা 'শক্তমাটির ঘায়ে হউক/রক্তপদতল।/প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি/দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি' ইত্যাদি অংশে স্বরবৃত্তঘাতের বলিষ্ঠতা এসেছে। ধ্বনিগতভাবে সুরময়তার উৎস—বিশেষ চরিত্রের ব্যঞ্জনের ব্যবহার এবং মুক্তদলের অধিক প্রয়োগ। সে-বিষয়ে তিন পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তিন

'সর্বহারা' কবিতার সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র—৮৪টি, এর সঙ্গে আছে একটি রেফ বা খণ্ডর। তারপরেই ন—সংখ্যায় ৩৬টি। তার সঙ্গে ২০টি ম আর ৬টি ঙ যোগ করলে—মোট নাসিক্যব্যঞ্জন পাই ৬২টি। এই কবিতায় অনুনাসিক প্রভাব আরো এসেছে ১০টি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরের উচ্চারণে। কোমল স্বভাবের ত ধ্বনি এ-কবিতায় ন-য়ের পরেই—৩৫টি। কোমল ব্যঞ্জনার ল ৩০টি। অন্যান্য কোমল নাদ ঘোষ ব্যঞ্জনের ভিতরে দ ২৫টি, ব ১৪টি, গ ৭টি, ড় ৫টি, ড ২টি, আর হসন্ত ঘ ১টি—মোট ৫৪টি। উল্লিখিত ব্যঞ্জনগুলি সবই মধুর আর কোমল। ১০টি অনুনাসিক স্বরের প্রভাব গণনা করলে, সব মিলিয়ে ২৭৬টি ধ্বনিতে মধুর আর কোমল ব্যঞ্জনা রয়েছে বলা যায়। (কম্পনজাত ৮৫+নাসিক্য) ৬২+চন্দ্রবিন্দু ১০+ত ৩৬+ল ৩০+দ ২৫+ব ১৪+গ ৭+ড় ৫+ড ২+হসন্ত ঘ ১)।

সাধারণ উপাদানধর্মী ব্যঞ্জন এই কবিতায় আছে ৫৩টি। ২৮টি ক, ১০টি ট, ১৩টি প, ১টি হসন্ত চ, আর 'মাঝিরে, দেখ্ কুরঙ্গী' বিন্যাসে 'দেখ্' শব্দের শেষে পরবর্তী 'কুরঙ্গী' শব্দারম্ভের ক-য়ের প্রভাববশে ক-ভাবাপন্ন ১টি হসন্ত খ।

'সর্বহারা'তে হতাশব্যঞ্জক উষ্মধ্বনি আছে ৩৩টি। ২১টি শ, ৯টি হ, আর ৩টি স। সেইসঙ্গে কবিতায় আরো উষ্মতা বিস্তার করেছে ৪০টি স্বরান্ত ঘৃষ্টধ্বনি, আর ২৯টি স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি। উষ্মতাযুক্ত ব্যঞ্জন সংখ্যার যোগফল হল ১০২। ২টি খণ্ড ত-র উচ্চারণ-শেষের ঈষৎ উষ্মতার কথাও খেয়াল রাখা দরকার। অর্ধব্যঞ্জনের সংখ্যা এ-কবিতায় ৩৩টি। অর্ধধ্বনির উচ্চারণে প্রারম্ভিক বা শেষপ্রান্তিক চাপ বায়ুতে যে-উষ্মতা সঞ্চার করে তার পরিমাণ সবক্ষেত্রে এক না-হলেও এই সব ধ্বনির প্রভাব কবিতার আবহ সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে, মনে রাখা দরকার। কবিতাটিতে মধুর কোমল ধ্বনির ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও সর্বহারার জন্য বেদনাউচ্ছ্বাসবশে উষ্মধ্বনির প্রাধান্যও অতি স্বভাবিক।

কোনো পদে বিন্যস্ত নাসিক্যব্যঞ্জন আশপাশে কিছুদূর পর্যন্ত আপন মাধুর্যগুণ বিস্তার করে, আমরা জানি। অনুনাসিক স্বরের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। যেমন, উপস্থিত কবিতার 'সাঁতার', 'বেঁধেছিস' ,'বাঁধন ছেঁড়া' ইত্যাদি পদে উষ্ম এবং স্বরান্ত বিন্যাসের কারণে উষ্মতাযুক্ত ব্যঞ্জনে সন্নিহিত স্বরের অনুনাসিকতার গুণ সঞ্চারিত হয়েছে। পুরো কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে ২৬টি উষ্মতাগুণযুক্ত ধ্বনিতে নাসিক্যব্যঞ্জন আর অনুনাসিক স্বরের মাধুর্য ব্যঞ্জনা রয়েছে। স্তবকের ভিত্তিতে বিবরণ দেওয়া যাক।----

প্রথম স্তবকে--সাঁতার, বেঁধেছিস্, শূন্যে, জননীর —	৪
দ্বিতীয় স্তবকে--বন্যাধারায়, মাঝি, মাঝি, তুফান, মাঝি, কেন ভাই—	৬
তৃতীয় স্তবকে--ভাঙন, ঘনায়, গহন, শাওন, ঘুমুসুনে, বাঁধন ছেঁড়া —	৮
চতুর্থ স্তবকে--ঘুম, শ্রান্তি, ছিন্ন, সিঁদেল —	৪
পঞ্চম স্তবকে--মাঝি, হাকছে, সিন্ধুজল —	৪
মোট	২৬

কাজেই, ১০২টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির ভিতরে ২৬টিতে নাসিক্য মায়া সঞ্চরণ করেছে। কবির মমত্ববোধ এই মাধুর্যপূর্ণ হুতাশের ধ্বনিতে নিবিড়তা এনেছে।

এখন হিসেব করলে দেখা যাবে, ২৭৬টি মধুর আর কোমল ব্যঞ্জন-গুণান্বিত ধ্বনির সঙ্গে আরো ২৬টি উষ্মধ্বনির মধুর ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে কবিতার মূলস্বরে মমতার অনুভবকেই বড় করে তুলেছে।

চার

'সর্বহারা'তে আ-স্বরধ্বনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ৯৮টি মৌখিক 'আ' আর ৭টি অনুনাসিক 'আঁ'---সবশুদ্ধ ১০৫টি। অর্ধসংবৃত 'ও' আছে ৬৬টি। অর্ধবিবৃত 'অ' ৫৭টি। অর্ধসংবৃত মৌখিক 'এ' ৫৩টি আর অনুনাসিক 'এঁ' ২টি---মোট ৫৫টি। সংবৃত মৌখিক 'ই' ৫২টি, অনুনাসিক 'ইঁ' ১টি---মোট ৫৩টি। অপর সংবৃত স্বর 'উ' আছে ২৬টি। অর্ধবিবৃত 'অ্যা' ৬টি। এখন শুধু সংবৃত ধ্বনিগুলিকে একত্র করলে---- ৫৩টি 'ই/ইঁ' আর ২৬টি 'উ' মিলে হয় ৭৯টি স্বর। মোট বিবৃত স্বরের চেয়ে অনেক কম। মোট অর্ধসংবৃত 'ও' ৬৬ + 'এ/এঁ' ৫৫----একুনে ১২১টি ধ্বনি মোট বিবৃত স্বরকে অনেক ছাড়িয়ে যায়। মোট অর্ধবিবৃত ধ্বনি রয়েছে----'অ' ৫৭ + 'অ্যা' ৬ = ৬৩টি। বিবৃত অর্ধবিবৃত স্বরের চেয়ে সংবৃত অর্ধসংবৃত স্বরই সংখ্যায় বেশি। মোটামুটিভাবে, এতে কবিতার ভিতরে একটি চাপের অস্তিত্ব অনুমান করা চলে। তবে স্বরবাহিত ব্যঞ্জনের অধিকাংশে মাধুর্য ও কোমলতার স্পর্শ ঐ চাপের সঙ্গে কবির সহানুভূতির করুণা আমাদের বোধে সঞ্চালিত করে।

স্তবক অনুযায়ী হিসাবে দেখা যায়, কবিতায় প্রথম স্তবকে সংবৃত 'ই' 'উ' আর বিবৃত 'আ' ব্যবহারক্রমে লক্ষণীয় ভেদ আছে।----

	ই		উ			আ
প্রথম স্তবক	৭	+	৬	=	১৩	২০
দ্বিতীয় স্তবক	৭	+	৫	=	১২	২৬
তৃতীয় স্তবক	৬	+	৫	=	১১	২৫
চতুর্থ স্তবক	১৫	+	৭	=	২২	১৯
পঞ্চম স্তবক	১৮	+	৪	=	২২	১৫

কবিতার শুরুতে সুরেলা মমতার ভাব ছিল বেশি, শেষে এসেছে উদ্দীপনের বেগ। সেইজন্যেই প্রথম দিকের খোলামেলা 'আ'-এর ব্যবহার কমে সংবৃত 'ই' 'উ'য়ের আধিক্যে শেষভাগে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের আহ্বানে চোয়াল-চাপা দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে।

পাঁচ

'সর্বহারা' কবিতায় ১১১টি রুদ্ধদলের পাশে মুক্তদল রয়েছে ১৬৭টি। আবার, রুদ্ধদলের ভিতরেও প্রলম্বিত-ধ্বনিতে-রুদ্ধ দল আছে ৮৪টি। অর্থাৎ ১৬৭টি মুক্তদলের সঙ্গে এই ৮৪টি রুদ্ধদলের একটা প্রচ্ছন্ন যোগ রয়েছে। তার মানে, কবিতাটির সাঙ্গীতিকতা বিধানে মুক্তধ্বনিগুলির সঙ্গে প্রলম্বিত-ধ্বনিতে-রুদ্ধ দলগুলির সহযোগ আছে। আমরা লক্ষ করি যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধ দল আছে মাত্র ১৬টি, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'চম্পা'তে আছে ১৬টি। আর, স্বরবৃত্ত ছন্দের ধর্মের টানেই 'সর্বহারা' কবিতাতে সম্যক রুদ্ধদল এসেছে ২৭টি। 'সর্বহারা'দের উদ্বুদ্ধ করবার কাজে সম্যক্‌ রোধের এই আয়োজন দরকারী ছিল। প্রথম স্তবকে সম্যক্‌ অবরোধ ছিল ৫টি দলে (তড়িৎ, হাট, সর্বহারা, মেঘ, ডাকছে), দ্বিতীয় স্তবকে ২টি দলে (কাঁদছে, ডাক), তৃতীয় স্তবকে ১টি দলে (দেখ), চতুর্থ স্তবকে ১২টি দলে (মানিক, সাত, একটি, ক্ষুদ্র, মৃৎপাত্র, অভাব, একটি, একটি, প্রদীপ, একটু, মৃত্যু), পঞ্চম স্তবকে ৭টি (শক্ত, হউক রক্ত, পথিক, হাঁকছে, নাচছে, যাত্রী)।

স্বতন্ত্র স্তবকগুলির বাচ্যার্থের দিকে মন দিলে দেখা যায়, প্রথম স্তবকে বিষয়ের উপস্থাপনায় স্নেহমিশ্রিত তিরস্কারে 'পাগল' সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাকে হাট তুলে দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলিষ্ঠ ভাবে। এ স্তবকে সম্যক্‌ রুদ্ধদলের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তবকে ক্রন্দনের বিবরণ এবং সেই 'মাদুর-ভরা কাঁদন' ছেড়ে 'মায়ার নোঙর' তোলার ব্যাকুল আবেদন স্থান পেয়েছে। ব্যাকুল সুরের দরুণ সম্যক্‌ রুদ্ধদলের সংখ্যাও প্রভূতভাবে কমে গেছে। সামান্য ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অসঙ্গতি এবং এ-দুর্দশার পিছনে 'সিঁদেল চোরে'র ভূমিকার প্রসঙ্গে চতুর্থ স্তবকে আসছে সর্বাধিক সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধদলের বিন্যাস। শেষ স্তবকে 'প্রলয়-পথিক' হবার দীপ্ত আহ্বানেও আছে পূর্ব স্তবকের ভাবের অনুসরণ।

ছয়

আগেই বলেছি, সর্বহারাকে উদ্দীপ্ত করবার কবিতা হলেও, এ-কবিতায় সুরেলা ভাব স্পষ্ট। এর উৎস হিসেবে কবিচিত্তের সংবেদনার কথাও আমরা জানি। ঐ বেদনার [সংবাহনে বড় ভূমিকা নিয়েছে এ-কবিতার অনুপ্রাসময়তা। প্রথম স্তবকের শুরুতেই 'ব্যথার সাঁতার' বিন্যাসের মতো পদে পদে মিল এই কবিতায় পূর্বাপর রয়েছে। 'পানি ঘেরা / চোরা', 'কন্যারা তোর বন্যাধারায়', 'ভাঙন ভরা আঙনে', 'ঘনায় গহন শাওন' ,'ঐ কাঁদনের বাঁধন', 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক/রক্ত', 'চল্‌বি ফিরি/দল্‌বি', 'সিন্ধুজল! / চল্‌রে জলের যাত্রী'। কবিতার সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র-য়ের অনুপ্রাস এ-কবিতায় অনেক, তালিকা দেওয়া বাহুল্য মনে হয়। 'তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী/তরঙ্গে খায় দোল' চরণযুগলে ত-য়ের তালের সঙ্গে মুক্তদল রুদ্ধদলের লীলাও লক্ষ করবার মতো। 'কুরঙ্গী তোর কূলের পানে'তে অপ্রত্যাশিতভাবে ক-এ উ-কারের মিল ছাড়াও, আছে শেষ দলটির পূর্বপর্যন্ত মুক্ত রুদ্ধ মুক্ত দল সন্নিবেশের সাম্য। 'আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা/আস্‌লো সিঁদেল-চোর' অংশে ৪টি শ আর দুটি স্বরান্ত চ আর জ-য়ের উষ্মতায় সর্বহারার বঞ্চনাময়তার অসহায়ত্ব শ্বসিত হয়ে উঠছে।

একই পদের একাধিক ব্যবহারও ধ্বনিসুষমা এনেছে। দ্বিতীয় স্তবকে 'নায়ের মাঝি' পদ আছে তিনবার। চতুর্থ স্তবকে ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা বোঝাবার তিনটি 'একটি' পদের পর প্রায়-অনুরূপ 'একটু' শব্দে সামান্যতা প্রতিপাদন হয়েছে সুযোগ্য উপায়ে। আর এই ধ্বনির ঐক্য, নির্দেশ করেছে ভাবের ঐক্য। 'একটু-কুটীর' পদের ধ্বনিবিন্যাসে পর পর ক আর ট-এর স্বরধ্বনির ওলটপালটেই পরস্পর মিল আকর্ষণীয় হয়েছে। 'একটু-কু' বিন্যাস ধ্বনিনির্দেশে 'একটুকু' বা 'যৎসামান্য' ভাবটিও ধরিয়ে দেয়। সর্বহারার অভাবের পরিমাণকে যেমন একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের ছবিতে ভ'রে দেখানো হয়েছে, তেমনি 'একটি' থেকে 'একটু'— ধ্বনির এই সংবৃতিতেও ধ্বনিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে 'আস্‌লো' পদ ক্রমিক আঘাতের মতো নির্দিষ্ট ব্যবধানে তিনবার উচ্চারিত হয়েছে। 'আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা,/ আস্‌লো সিঁদেল-চোর'।

'সর্বহারা'কে ভালোবেসে, তাকে আপন ভাগ্যপরিবর্তনের প্রেরণা দিতে কবিতাটিতে মধুর মিনতির সঙ্গে চোরাবালির মায়া ছেড়ে শক্ত মাটির পথে সংগ্রাম ক'রে রক্তাক্ত হ'তে বলা হয়েছে। সে-বলা বাচ্যার্থে যেমন, তেমনি কবির অন্তর্গত ভাবের সঙ্গে ধ্বনির সার্থক যোজনায় কবিতার সর্বাবয়বে অভিব্যক্তি পেয়েছে।